বাসদ-এর সপ্তদশ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থের বিচ্ছিন্নতা নয় : যৌথ মানবিক মিলনক্ষেত্র তৈরি করুন

লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে মুক্তির চেতনায় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলুন

১৬ মার্চ '১৮ মহানগর নাট্য মঞ্চে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মিলন মেলায় উপস্থিতি; ওপরে ইনসেটে বক্তব্য রাখছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ১৬ মার্চ '১৮ দিনব্যাপী সমর্থক-শুভনুধ্যায়িদের সপ্তদশ বার্ষিক মিলনমেলা ঢাকার গুলিস্তানস্থ মহানগর নাট্যমঞ্চের কাজী বশির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ এর পরিচালনায় মিলনমেলার আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, অধ্যাপক আবিদুর রেজা, ভারতের নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক অজিত কুমার রায়, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর সদস্যসচিব মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক রতন, গণফোরাম-এর নির্বাহী সভাপতি অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক শফিকুর রহমান, সন্ত্রাস বিরোধী ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বী, বুয়েটের শিক্ষক অধ্যাপক জীবন পোদ্দার, এনায়েতুল্লাহ কাসেম, ব্যাংকার নূরুল আরশাদ চৌধুরী আশু, এ্যাড. আক্তার কবীর চৌধুরী, প্রবাসী সমর্থক নাজির মো. খান খসরু, নাট্যকার শহিদুজ্জামান সেলিম, অধ্যাপক রেজা-ই করিম খন্দকার, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, এড. মোস্তফা আমিন, ড. সলিমুল্লাহ খান প্রমুখ রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার। মিলনমেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, দৃক গ্যালারির শহিদুল ইসলাম, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ডাকসুর সাবেক জিএস ডা. মোস্তাক হোসেন, শিক্ষা বার্তার সম্পাদক অধ্যাপক এ.এন. রাশেদা, শ্রমিকনেতা নাঈমুর রহমান জুয়েল, আব্দুল ওয়াহেদ, ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান মো. মনসুর আহম্মেদ, বহ্নি শিখা জামালী, অধ্যাপক অদিতি হক, অধ্যাপক ডা. মোসাদ্দেক হোসেন মিনু, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান মাসুম, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হালিম আজাদ, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, ডা. মঈন, জনাব রাশেদুল হাসান, আওলাদ হোসেন, ড. বিনা শিকদারসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান মিলনমেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন—শুভ সকাল, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, নিকট ও দূরবর্তী অবস্থান থেকে নানা প্রকার সাহায্য-সহায়তা প্রদানকারী, শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও নানা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রাণের টানে ছুটে আসা সুধী সজ্জন ব্যক্তিবর্গ, পরিবার-পরিজন নিয়ে যারা এসেছেন সেই সকল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে এই মিলনমেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আগামীর বাংলাদেশ ও দলের ঝাণ্ডাবহনকারী শিশু-কিশোর বন্ধুরা, বিভিন্ন গণসংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীবৃন্দ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, জোট ও সংস্থার নেতৃবৃন্দ, অশেষ আগ্রহে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ, আমাদের সেবায় নিয়োজিত মহানগর নাট্যমঞ্চের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, আজকের এই দিনে আমাদের ১৭তম মিলনমেলায় আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য দলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও রক্তিম অভিনন্দন।

কমরেডগণ, বন্ধুগণ ও সুধীমণ্ডলী, স্বাধীনতাত্তোর ৪৭ বছরের বাংলাদেশ আজ পুঁজিবাদী শোষণ শাসনে জর্জরিত দুঃস্বপ্নের কবলে পতিত। কবির ভাষায় এক উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ। এখানে উন্নয়নের স্টিম রোলারের নিচে পিষ্ট হচ্ছে মনুষ্যত্ব, মানবতা, সাম্যচেতনাসহ মুক্তিযুদ্ধের বহু বিরল অর্জন। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি, বেপরোয়া আর্থিক লুণ্ঠন, শিক্ষাব্যবস্থার বিকৃতি সাধন ও নিম্নগামিতা, ভেজাল বিষাক্ত খাবারে সয়লাব বাজার, কৃত্রিম সংকটে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ওঠানামা, বিরুদ্ধ মত দমনে রাষ্ট্রশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার, রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগের অধীনস্ত করে ফেলা, রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে লুটেরা দুর্বৃত্তদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কর্তৃত্ব তুলে দেয়া, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যত দরিদ্র তত অধিকার বঞ্চিত দশা, নারী-শিশুনির্যাতনের খবরে-ছবিতে সীমাহীন বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রক্তক্ষরণ, গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়ে যখন শুধু ভোটতন্ত্রে দণ্ডায়মান, সেই ভোট করার যোগ্যতাও শাসকশ্রেণির না থাকা, এক কথায় সভ্যতার অর্জন—মুক্তিযুদ্ধের অর্জন একে একে বিসর্জন দিতে দিতে বর্বরতার রণক্ষেত্রে লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র আর স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি বলয়ের জয়-পরাজয়ের উন্মত্ত খেলা চলছে। ক্ষমতার মালিক জনগণকে ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। আপাতত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের

দেয়ালগুলো ভাঙা-বিধ্বস্ত মনে হলেও এটাই শেষ কথা নয়। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে বার বার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই জাতি। আবারও দাঁড়াবে! আছে শুধু সময়ের ব্যবধান।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী দুনিয়াজুড়েই আজ সভ্যতার সংকট চরমে। ফরাসি বিপ্লবে উঁচিয়ে ধরা ঝাণ্ডার স্লোগান সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মর্মবাণীকে বুর্জোয়া শ্রেণি বিসর্জন দিয়েছে। আমেরিকায় খ্রিষ্টানত্ববাদ, ভারতে হিন্দুত্ববাদ, ইসরাইলে ইহুদিত্ববাদ, আরব ভূখণ্ডে মুসলিম রাজতান্ত্রিক জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ, মায়ানমারে বৌদ্ধত্ববাদ, ইউরোপ-আফ্রিকাসহ নানা প্রান্তে বর্ণবাদ ইত্যাদি ইহজাগতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরেছে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হটিয়ে কায়েম হয়েছে ফ্যাসিবাদ। বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশের মাঝেও উঁকি দিয়েছে নানা বিচ্যুতি। এগুলোকেও শোষক বুর্জোয়াশ্রেণি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং শান দিয়ে চলেছে শোষিত শ্রেণিকে বিভক্ত-বিভ্রান্ত করে গণআন্দোলনের শক্তিকে স্তিমিত ও দুর্বল করার কাজে। রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সংখ্যা যতই বাড়ুক তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাজ্য হতে পারে না, বরং আরও গবেষণা, আরও যথার্থ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন দাবি করে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশ, দুজনেই সীমানাজুড়ে কাঁটাতারের বেড়ার খাঁচায় আমাদের বন্দি করে চলেছে। একজন পানির প্রবাহ আটকায় তো আরেকজন চরম নির্যাতনের শিকার লাখ লাখ উদ্বাস্তু জনসংখ্যা ঠেলে দেয়। আর আমরা যা যতটুকু পেয়েছি বলে সরকার দাবি করে তা–'নাকের বদলে নরুন' পাওয়া কিংবা 'গরু মেরে জুতা দান'এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তারপরও শাসকদের কূটনৈতিক সাফল্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের গুণকীর্তনের থামাথামি নেই। প্রবাসী শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক ও কৃষক–এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো বাংলার ঘরে রক্ত পানি করে ওরা সম্পদ জড়ো করে আর পরগাছা শাসক দলের আশীর্বাদপুষ্ট লুটেরারা চুরি করে তা বিদেশে পাচার করে। তারপরও এরা দেশপ্রেমিক!

আমরা কেন এ ধরনের ব্যতিক্রমী মিলনমেলার আয়োজন করি?

রাজনৈতিক দলকে সমাজবৃক্ষ বলা যায়। সমাজদেহ থেকে শিকড়ের মাধ্যমে জীবনীশক্তি লাভ করে যেমন মহিরুহে পরিণত হয় আবার ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে তা সমাজকে ফিরিয়ে দেয়। আজ চারিদিকে ভাঙনদশা। ঘর ভাঙছে, পরিবার ভাঙছে, সমাজের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, মাদক ব্যবসা রমরমা হচ্ছে আর ৮০ লক্ষাধিক কিশোর-তরুণ-যুবকের জীবন-যৌবন-স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। এক ঐশী বাবা-মাকে মেরেছে, লক্ষ লক্ষ ঐশীরা নিত্যদিন মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ হত্যা করে চলেছে, আত্মঘাতী বিষক্রিয়ায় দেহ-মন ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে। ভোগবাদী স্বার্থপরতা নীতি-আদর্শ বলি দিয়ে চলেছে। ৩ বছরের শিশু যখন ধর্ষিত হয়, পর্নোগ্রাফি যখন বিনোদনের উপকরণ হয়, দুর্নীতি যখন উপরে উঠার সিড়ি হয়, জ্ঞান-যুক্তি যখন পেশি প্রতাপের কাছে পরাস্ত হয়, তখন সংস্কৃতি পায়ে পেশা ফুলের চেহারা লাভ করে। তখন তা যেমন সৌন্দর্য বিকিরণ করে না, সুঘ্রাণও আনে না আর একে নিয়ে কাব্য করাও চলে না। শিশুদের আগামী প্রজন্মকে আমরা সেই দশায় নিয়ে গেছি। এই বিচ্ছিন্নতা, এই ভোগবাদী উন্মাদনা, এই নীতিহীন আদর্শবর্জিত রাজনীতি-অর্থনীতি, সংস্কৃতি, এই অনাচার-স্বেচ্ছাচার চলতে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। এর মোড় ঘোরাতে হবে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনীতির মাধ্যমেই করতে হবে। যারা সমস্যার স্রষ্টা এবং সমাধানে ব্যর্থ, তাদের দিয়ে হবে না। এর বাইরে সকল বাম-গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল, শক্তি, ব্যক্তিবর্গ যার যার অবস্থান রক্ষা করেও একসূত্রে গ্রথিত হয়ে দাঁড়াতে হবে। বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির সোপান তৈরি করতে হবে। এটাই সময়ের দাবি। এর জন্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা দরকার। চিন্তার ও আদর্শের শক্তিতে–পেশি ও টাকার শক্তিকে পরাস্ত করা দরকার। তাহলে বুঝতে হবে দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের চেয়ে মওলানা শফিদের স্থান উপরে রেখে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যৌথতার বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সামাজিক শক্তিও নির্মাণ করা যাবে না। শিশুদের অযত্ন-অবহেলায় রেখে দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব হবে না। যে শিশুরা বাবা-মা নিকট আত্মীয়দের বাইরে মমতাহীন জগতে শুধু আতঙ্কের মূর্তি ছাড়া কিছু দেখে না, তারা এখানে এসে একটি দিনের জন্য হলেও বহু মানুষের মানবিক চেহারা দেখে, স্নেহ-মমতার পরশ লাভ করে। ভ্রষ্ট পথের নষ্ট মানুষ দিয়ে দেশ ভর্তি নয়, সত্যিকার মানুষেরাও যে আছে—বিশেষ করে যে সকল বুদ্ধিজীবী সুশীলরা, ব্যক্তিস্বার্থে নতজানু হয়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে সমর্পিত হয়, যাদের দেখলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গাধা বলে মনে হয়, তার বাইরে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চোখে চোখ রেখে কথা বলার দৃঢ়চেতা মানুষ যে রয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্বদের আমরা এখানে আমন্ত্রণ করে আনি, যাতে নবপ্রজন্ম ভরসা পায় যে—সব শেষ হয়ে যায়নি, গৌরব করা জাতি নিঃস্ব হয়ে যায়নি। আমরা যেমনভাবে আয়োজন করলে মিলনমেলাকে আরও প্রাণবন্ত, শিশুদের বিচরণের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত ও সকলের মতামত পরামর্শ সমালোচনায় আরও সমৃদ্ধ হতে পারতাম, তা পরিপূর্ণ রূপে এখনও করে উঠতে পারিনি। আশা করি ভবিষ্যতে সকল দুর্বলতা ও ঘাটতি আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে আমরা কাটিয়ে উঠব। প্রচলিত ধারনা ও বিদ্যমান হতাশা কাটিয়ে আলোর সন্ধান পাব। আপনাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি আমাদের উৎসাহিত ও সমৃদ্ধ করবে। আমরা এগিয়ে যাবো এই প্রত্যাশায় সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দিনব্যাপী আয়োজিত মিলনমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করছি। একই সাথে আমাদের দল ও দলের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, মতামত, পরামর্শ দেয়া এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

দিনব্যাপী মিলনমেলার আলোচনার পাশাপাশি চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, দনিয়া, নারায়ণগঞ্জ শাখা ও সমর্থক পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশিত হয়। শেষে মিলনমেলা অনুষ্ঠানের সভাপতি কমরেড খালেকুজ্জামানের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। [কমরেড খালেকুজ্জামানের সমাপনী বক্তব্য ও আলোচকদের বক্তব্য পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।]